মুজিবনগরে বসত ঘরে আগুন লেগে নিঃস্ব মল্লিক শেখ

মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের মৃতঃ হোসেন শেখের ছেলে মল্লিক শেখ (৭০)। একটা হাত প্রতিবন্ধি তার।ঠিকমত কাজও করতে পারে না।ছেলারা সবাই আলাদা হয়ে নিজের নিয়ে ব্যাস্ত।মজিদ শেখ ও তার স্ত্রী মাঠ কুড়িয়ে তাদের সংসার চালায়। মাঠে যেয়ে ধান ,গম, ভ্ট্টা , পেয়াজ কুড়িয়ে নিয়ে এসে সেগুলো বিক্রি করে চলে তাদের সংসার। সরকারী খাস জমিতে একটা ছোট কুড়ে ঘর করে বসবাস করতো তারা। তাদের ঘরের সাথেই একটি ছোট ছাগলের ঘর।

প্রতিদিনের ন্যায় বুধবার সন্ধার আগে তিনি ছাগলের কাছে সাজাল দিতে যায়। সাজাল দেওয়ার সময় আগুনের ফুলকি উড়ে কোন ভাবে ঘরের পাশে রাখা পাটখড়িতে লেগে যায়। তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা পুড়ো ঘরে লেগে গেলে ভয়াভহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে । গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে ঘন্টা ব্যাপী পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে ঘরের ভিতর থাকা সমস্ত মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনে তার একটি মাত্র ছাগলও মারা যায়।

স্থানীয়রা জানান ,মল্লিক শেখ খুব অসহায় একজন মানুষ। স্বামি -স্ত্রী মাঠ কুড়িয়ে ধান ,গম, ভ্ট্টা , পেয়াজ কুড়িয়ে যেটুকু পাই। সেগুলো সব বিক্রি করে চলে তাদের সংসার। কিন্তু এমন একটা নির্মম পরিহাস তাদের জন্যে আরো দুঃখ বয়ে আনলো।নিজেরাই ঠিকমত চলতে পারে না। একবেলা খেয়ে একবেলা না খেয়ে দিন কাটাই। কিন্তু একটা ঘর তৈরি করতে তো অনেক টাকার বিষয়। যেখানে ঠিকমত নিজেদের খাবরই জোগার করতে পারে না সেখানে এত টাকা খরচ করে নতুন করে ঘর তৈরি করবে কিভাবে। তবে সরকার থেকে তাদের জন্য যদি সহযোগীতা করা হয় তাহলে হয়তো তারা একটু মাথা গোঁজার ঠাই পাবে।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন বলেন, মল্লিক শেখ যাতে একটা ঘর তৈরি করার জন্য সুবিধা পায় সে জন্যে আমার ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে তাকে সর্বান্তক সহযোগীতা করবো।
– মুজিবনগর অফিস

শক্তিমান প্রতিবেশীকে খুশি করে মসনদ টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে ‘দেশের স্বার্থ হানিকর সব চুক্তি’ বাতিল চেয়েছে বিএনপি। সরকারের সমালোচনা করে দলটি বলেছে, এ সব চুক্তি নিজ দেশ ও জনগণের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে শক্তিমান প্রতিবেশীকে খুশি করে ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার সাময়িক ও ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।
গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির নেতারা এক আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে দেশের স্বার্থ বিরোধী সব চুক্তি বাতিল দাবি করেন। স্থায়ী কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন লিখিত বক্তব্য পড়েন।
বক্তব্যের শুরুতেই মোশাররফ বলেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত না হওয়ায় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়, এমন একটি শক্তি যখন কৌশলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে— তখন তার পরিণতি দেশ ও জনগণের জন্য কতটা ভয়াবহ ও ক্ষতিকারক হয়, তার সাম্প্রতিক প্রমাণ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের ফলাফল। তিনি বলেন, এ সফরে বাংলাদেশ ফেনী নদীর ১ দশমিক ৮২ কিউসেক পানি ভারতকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে, বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে যৌথ পর্যবেক্ষণের জন্য রাডার বসানোর এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে এলপিজি গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা দিয়েছে।
বিএনপির এই নেতা বলেন, আগেরবার ভারত সফর শেষে দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আমরা যা দিয়েছি তা ভারত চিরদিন মনে রাখবে। তাহলে এবার আরও এত কিছু দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? মোশাররফ বলেন, বিদেশিদের গ্যাস দিতে রাজি হননি বলে ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসতে পারেননি। তাহলে এবার আমদানি করা ডিউটি ফ্রি এলপিজি দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?
খন্দকার মোশাররফ বলেন, অথচ বহু বছর ধরে তিস্তা এবং ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার ব্যাপারে শুধুই আশ্বাস চলছে।

আসামের নাগরিক পঞ্জির পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক লাখ আসামবাসীকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ভারদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ আসাম রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের স্পষ্ট হুমকির মুখে দুই প্রধানমন্ত্রীর যৌথ বিবৃতিতে এ ব্যাপারে ইতিবাচক কোনো স্পষ্ট প্রতিশ্রুতির উল্লেখ নেই। ভারতে পাটজাত দ্রব্যসহ অন্যান্যে পণ্য রপ্তানির ওপর আরোপিত অন্যায় বাধা অপসারণে নিশ্চয়তা আদায় করতেও সরকার ব্যর্থ হয়েছে।
বিএনপি নেতা মোশাররফ বলেন, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ায় বাংলাদেশের অবকাঠামো, নাগরিক পরিবহন চলাচল এবং অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্র উপকূলে যৌথ নজরদারির ফলে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, দেশের স্বার্থ অনিশ্চয়তায় ঝুলিয়ে রেখে অন্যের স্বার্থ পূরণ করা সরকারের নতজানু নীতির প্রমাণ।
কারবালা ঠেকাতে দেশের সর্বনাশ
ফেনী নদীর পানি চুক্তির সমালোচনা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ফেনী নদী যৌথ নদী ছিল না। বর্তমান সরকার আরও ৬টি যৌথ নদীর সঙ্গে ফেনী নদীর নাম সংযুক্ত করে এবং এ সব নদীর পানি বণ্টন দিয়ে আলোচনায় রাজি হয়। এবার ফেনী নদীর পানি ভারতের একটি শহরে দেওয়ার চুক্তি হলো।
ফেনী নদীর এই পানি না দিলে সাব্রুম শহর কারবালা হয়ে যেত’ সম্প্রতি বিবিসিকে দেওয়া পররাষ্ট্রসচিবের এ মন্তব্যের উল্লেখ করে মোশাররফ বলেন, কারবালা কারওরই কাম্য নয়। কিন্তু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবের তো প্রথমে দেশের জনগণের স্বার্থ দেখার কথা। ফেনী নদীতে শুকনা মৌসুমে পানির অভাবে চাষাবাদের ক্ষতি, মুহুরি প্রকল্প অকার্যকর হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখেও তিনি ও তাঁর সরকার সাব্রুমকে কারবালা হতে না দিতে যতটা উদ্যোগী,Ñনিজের দেশের সর্বনাশ তাঁদের কাছে ততই মূল্যহীন। এটা কোনো দেশপ্রেমিক ব্যক্তি কিংবা সরকারের অবস্থান হতে পারে না।
‘ঠাকুর শান্তি পুরস্কার’ ছাড়া কী পেলাম?
ভারতে এলপিজি রপ্তানি চুক্তির বিরোধিতা করে বিএনপি বলেছে, বাংলাদেশ এলপিজি আমদানি করে। প্রতিবেশীর প্রয়োজনে তা রপ্তানির জন্য ইতিমধ্যে ওমেরা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ও বেক্সিমকো এলপিজি ইউনিটকে লাভবান করার এই উদ্যোগ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিশেষকে লাভবান করবে, দেশকে নয়। এতে ভারতের প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার পথ এখন মাত্র ২০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এলপিজি গ্যাস ভারত পৌঁছাবে। ভারতকে এই সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে আমরা ‘ঠাকুর শান্তি পুরস্কার’ ছাড়া কী পেলাম?

মোশাররফ বলেন, আগেরবার ভারত সফর শেষে দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আমরা যা দিয়েছি তা ভারত চিরদিন মনে রাখবে। তাহলে এবার আরও এত কিছু দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি বলেছেন, বিদেশিদের গ্যাস দিতে রাজি হননি বলে ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসতে পারেননি। তাহলে এবার আমদানি করা ডিউটি ফ্রি এলপিজি দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?
গঙ্গা চুক্তি: অসত্য তথ্য
ক্ষমতায় থাকতে বেগম খালেদা জিয়া ভারত সফরের সময় গঙ্গা নদীর পানির কথা বলতে ‘ভুলে’ গিয়েছিলেন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটাকে ‘অসত্য ও ব্যর্থতা ঢাকার অপচেষ্টা’ বলে মন্তব্য করে মোশাররফ বলেন, ‘ওই সফর শেষে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে বলা হয়, “সমতা ভিত্তিক দীর্ঘ মেয়াদি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় দুই দেশের জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থে পানি বণ্টনের বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হন।’ তিনি প্রশ্ন তোলেন, কোনো আলোচনা না হলে যৌথ ইশতেহারে এই বক্তব্য থাকল কী করে?
মোশাররফ বলেন, প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৫ সালের আগে গঙ্গার পানি নিয়ে কোনো চুক্তি হয়নি, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। চুক্তি হয়েছে ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে। এই চুক্তিতে যে গ্যারান্টি ক্লজ ছিল, তা ১৯৯৬ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়। যার ফলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
আবরার বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর
বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বিএনপির স্থায়ী কমিটি। তারা বলেছে, রাতের অন্ধকারে ভোট ডাকাতির অবৈধ সরকার দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী চুক্তি করেছে। এর প্রতিবাদ করায় জীবন দিতে হয়েছে আবরারকে। আবরারের পুরো বক্তব্যটি বাংলাদেশের স্বার্থের পক্ষে, তাই আবরার বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর। তাঁর এই নির্মম মৃত্যু বৃথা যেতে পারে না। বৃথা যেতে দেওয়া হবে না, দেশের জনগণ বৃথা যেতে দেবে না।
মোশাররফ বলেন, দেশের স্বার্থবিরোধী এ সব চুক্তির প্রতিবাদে জনগণ ফুঁসে উঠেছে। সচেতন ছাত্র সমাজ আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছে। সমালোচনায় ভীত সরকার তাদের দলীয় লাঠিয়ালদের দিয়ে ফেসবুকে প্রতিবাদী পোস্ট দেওয়ার জন্য বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরারকে খুন করেছে। কিন্তু এই নৃশংস হত্যাকা- আন্দোলনের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে মাত্র কাউকে ভীত করতে পারেনি। জনগণ মুক্তিযুদ্ধের সোনালি ফসল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে এই দুরাচারী শাসকের পতন চায়। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু

মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ, মো. শাহজাহান, যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ।

ছবি-৭
সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কমবেশি র্যাগিং আছে: শিক্ষামন্ত্রী
নিজস্ব প্রতিনিধি
দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কমবেশি র্যাগিং আছে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেছেন, সরকারের একক প্রচেষ্টায় র্যাগিং বন্ধ করা সম্ভব না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, পরিবার—সবার ভূমিকা রয়েছে। র্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ (জিইএম) প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। ‘অভিবাসন, বাস্তুচ্যুতি এবং শিক্ষা: দেয়াল নয়, প্রয়োজন সেতুবন্ধন’ শীর্ষক প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো।
শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের হত্যাকা- ◌ের ঘটনায় আমরা ক্ষুব্ধ, লজ্জিত। একজন মেধাবীর এমন নৃশংস হত্যাকা- মেনে নেওয়া যায় না। হত্যায় জড়িত হিসেবে যাদের নাম এসেছে, তাদের দ্রুত ধরা হয়েছে। অবশ্যই দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে।’
বুয়েটে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের নির্যাতন করলেও প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি—শিক্ষার্থীদের এমন অভিযোগের বিষয়ে সাংবাদিকেরা শিক্ষামন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বুয়েটে ছাত্রলীগসহ অন্য ছাত্রসংগঠনগুলোও শক্তিশালী। শুধু সরকারসংশ্লিষ্ট বলে ছাত্রলীগ এমন করছে, সেটি বলাও গ্রহণযোগ্য না। যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র্যাগিং বন্ধে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে।
বুয়েটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করছেন—এ বিষয়ে সরকারের ভাবনা কী, তা জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, একজন উপাচার্য থাকবেন কি না, তাঁকে অপসারণ করা হবে কি না, সেটি ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু যাঁরা এখন আন্দোলন করছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন এমন অন্যায় মেনে নিয়েছেন এবং চলতে দিয়েছেন। অন্যায় প্রতিরোধে নৈতিকতার জায়গা থেকে তাঁরা কী করেছেন। শিক্ষকেরা আগে সরব হলে এমন মর্মান্তিক ঘটনা হয়তো প্রতিরোধ করা যেত।

[illegible]
— [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
— [illegible]

মেহেরপুরে গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর থেকে তহমিনা খাতুন (৪০) নামের এক গৃহবধুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। তহমিনা খাতুন একই গ্রামের গোলাম হোসেনের স্ত্রী। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা জানান , স্থানীয়দের সংবাদের ভিত্তিতে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। কি কারণে বা কেন তাকে হত্যা করা হয়েছে তা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
নিহতের স্বজনরা জানান , জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিবেশি আবু তাহের , জমিরুল সহ কয়েকজন মিলে শারিরীক নির্যতাতন করে হত্যা করেছ্তে। এ ঘটনার পর থেকে তাহের ও জমিরুল পলাতক থাকায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

– নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে পারভিনা খাতুন (৪৩) নামের এক স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় উপজেলার হাড়াভাঙ্গা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

পারভিনা কাজিপুর গ্রামের আতর আলীর মেয়ে ও কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান রাহাতুল্লাহ শালিকা।

গাংনী থানার ওসি মো : ওবাইদুর রহমান জানান ,হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসা বাজারে পারভিনা নামের এক মহিলার লাশ রয়েছে এমন সংবাদ পেয়ে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। হত্যা না আত্মহত্যা এটা সুরতহাল প্রতিবেদন

হাতে পাওয়ার পর জানা যাবে।

কাজিপুর ইউপি আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু নাতেক জানান, গলায় ওড়না বাধা এক মহিলার লাশ বাজারের একটি দোকনের সামনে রয়েছে সকালে স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়া হয়। তবে ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে পারেননী।

কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান রাহাতুল্লাহ জানান,পারভিনা তার বাড়িতেই থাকবো। কখন কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তিনি জানেননা।
পারভিনার চাচাতো ভাই নবী উদ্দীন জানান,পারভিনা খাতুন গত দু বছর আগে মাথায় সমস্যা হয়। পারভিনার বিয়ে হয়েছিলো পার্শবর্তী বালিয়াঘাট গ্রামের জুলহাসের সাথে। পরে সেখানে দুজনের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

– নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে মানসিক প্রতিবন্ধীকে ধর্ষণের অভিযোগে একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে মানসিক প্রতিবন্ধী এক মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে খবির নামের এক লম্পটকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার হিন্দা গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। লম্পট খবির হিন্দা গ্রামের পশ্চিম পাড়ার চায়েন উদ্দীনের ছেলে।

গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান, মানষিক প্রতিবন্ধী এক মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে খবির নামের এক লম্পটকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় ঐ প্রতিবন্ধীর ভাবি খবির উদ্দীনের বিরুদ্ধে ধর্ষনের মামলা দায়ের করেছে যার নং ১০। তাং ১০-১০-১৯ ইং।

প্রতিবন্ধীর ভাবি জানান, ধর্ষণের কারণে তার প্রতিবন্ধী ননদ গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত ০৭-০৬-১৯

ইং তারিখে প্রতিবন্ধীর বাড়ির পার্শে একটি পাট ক্ষেতে নিয়ে তাকে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে লম্পট খবির। এরপর গর্ভবতী হয়ে পড়ে সে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আলী রেজা জানান, ভিকটিমের ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হবে। এছাড়া ধর্ষণ মামলার আসামী খবিরকে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হবে।

– নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে বাড়ছে দুর্ঘটনা, পঙ্গুত্ত্ববরণসহ ঘটছে প্রাণহানি (ভিডিও সহ)

মেহেরপুরের আঞ্চলিক মহাসড়ক ও সড়ক গুলো এখন শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যানবাহনের দখলে। দিনের পর দিন মৃত্যু’র মিছিল দীর্ঘ হলেও ট্রাফিক পুলিশ দূর্ঘটনা রোধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা জেলায়। গত দু বছর আগে ট্রাফিক পুলিশের তাড়া খেয়ে মটরসাইকেল নিয়ে পালাতে গিয়ে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে গাংনীর ভোমরদহ গ্রামের সাবেক এক সেনা সদস্য’র মৃত্যু হয়। পরে জনরোষ থেকে বাঁচতে পালিয়ে যায় ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা। এলাকাবাসির অভিযোগ মেহেরপুর সড়ক মহাসড়ক অবৈধ যান দাপিয়ে বেড়ালেও অজ্ঞাত কারনে ট্রাফিক বিভাগ নিরবতা পালন করে আসছে। অবৈধ যান চলাচল বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকলেও নেই নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চলছে এসব অবৈধ যান।
গতকাল বুধবার দিবাগত সন্ধ্যায় গাংনীর পোড়াপাড়া নামক স্থানে ট্রাকের ধাক্কায় রাণী খাতুন (২৫) নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। সে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের নাহিদুজ্জামানের স্ত্রী। রাণী খাতুন তার শ্বশুরের মোটরসাইকেল চড়ে গাংনী উপজেলা শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় একটি ট্রাক মোটরসাইকেলকে ধাক্কায় দিলে ছিটকে মাটিতে পড়ে নিহত হয় সে।

গাংনীর বাওট বাজারে অদূরে গত শনিবার দুপুর সাড়ে ১২ টায় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বাওট বাজার সংলগ্ন এলাকায় ট্রাক ও হোপার (ধানমাড়াই গাড়ী) মুখোমুখি সংঘর্ষে আক্তারুল ইসলাম (৩৫) নামের এক চালক নিহত হয়েছে। নিহত আক্তারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে ও হোপার (ধানমাড়াইগাড়ী) চালক। এ ঘটনার পরপরই লাশের পাশ দিয়ে মেহেরপুরের ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা গেলেও উদ্ধার কিংবা ঘাতক ট্রাক আটক না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয়রা। এ নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় অভিযুক্ত ট্রাফিক পুলিশের কয়েকজন সদস্য’র বিরুদ্ধে বিভীগীয় মামলা ও কৈফিয়ত তলবের নির্দেশ দেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন মাইক্রোবাস চালক জানান, কাগজ পত্র ঠিক থাকলেও ট্রাফিক পুলিশকে মাসিক চাঁদা দিয়ে তাদের চলতে হয়। আলগামন চালকরা জানান,ট্রাফিক পুলিশ তাদের আটক করলেও নজরানা দিলেই ছেড়ে দেয়।
কয়েকজন ইটভাটা মালিক জানান, ইটভাটা চলাকালিন সময়ে ট্রাফিক পুলিশ সদস্যদের টাকা নিয়েই লাটাহাম্বার চালানো হয়। টাকা না দিলে গাড়ি ধরে নিয়ে থানায় আটক রাখার হুমকী দেন।
চলতি মাসের ৮ তারিখ (মঙ্গলবার) জেলায় পাখি ভ্যান ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়। এদের মধ্যে চার জনকে রেফার্ড করা হয়েছে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে।
গত মাসের ২৪ তারিখে মেহেরপুরের বিসিক এলাকায় পাখি ভ্যানের ধাক্কায় সাংবাদিক ইয়াদুল মোমিন মারাতœক জখম হন। দুই সপ্তাহ ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বর্তমানে নিজ বাড়িতে বিছানাগত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এছাড়াও গত ২৮ আগস্ট সদর উপজেলার ইসলামনগর-খোকসা গ্রামের মাঠে স্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান আলমসাধুর ধাক্কায় খেজমত আলী (৫২) নামের এক কৃষক নিহত হন। এর আগে ৯ জুলাই মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মীর মাহবুব (৫৮) বিদ্যালয় থেকে মোটর সাইকেলে বাড়ি ফেরার সময় গরু বোঝাই ট্রলির ধাক্কায় নিহত হন। গতকাল গাংনীতে রানী খাতুন নামের এক গৃহবধু ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু বরণ করেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, চলতি বছরে প্রায় প্রতিদিনিই গড়ে ১০-১৫ জন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় অন্যত্র রেফার্ড করা

হয়েছে। বেশ কয়েকজন মৃত্যুবরণ করেছে। এই দুর্ঘটনার অধিকাংশই অবৈধ পরিবহনের কারনে ঘটেছে।
মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. এহসানুল কবির আল আজিজ মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রায় প্রতিদিন ১০-১৫ জন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসা নিতে আসছে। বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘটছে তিন চাকার অবৈধ পরিবহনের কারণে। বর্ষা মৌসুমে এই দুর্ঘটনার পরিমান অন্য সময়ের তুলনায় বেশি।
মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে মাঝে মধ্যে চেকপোষ্ট বসিয়ে এইসব অবৈধ গাড়ি আটক করা হলেও থামছে না এদের চলাচল। গত তিন দিনে মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে মাত্র ৩৪টি অবৈধ পরিবহন আটক করা হয়। তারপরও মেহেরপুরের প্রধান সড়কে চোখ রাখলেই দেখা যাবে এদের আধিপত্য।
অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুরে প্রায় ৭ হাজার ইজিবাইক ও ৩ হাজার শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান বাহন চলাচল করে। যানজট থেকে শুরু করে দুর্ঘটনার প্রধান কারন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এইসব পরিবহনকেই। লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা পরিচালনা করলেও শুধূ মাত্র খরচের অযুহাত দেখিয়ে পণ্য সরবরাহের কাজে এ সকল অবৈধ যান গুলো বেশি ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি ইট ভাটার মালিকরা কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনা করলেও তারাও এ সকল অবৈধ যানবাহনের মাধ্যমে ইট সরবরাহ করে থাকেন। ফলে সর্বত্রই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এ সকল অবৈধ যান বাহন চালালেও প্রশাসনিকভাবে এদের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা নিতে চোখে পড়ে না। এভাবে চলতে থাকলে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলবে।
মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান বলেন, অবৈধ নসিমন, করিমনের কারণে আমাদের বড় গাড়ি চালাতে সমস্যা হয়। অবৈধ গাড়িগুলো রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে। তাদের এই বেপরোয়ার কারনে অনেক সময় আমাদের দুর্ঘটনায় পড়তে হয়। এসব অবৈধ যান বাহন ব্যবহার করা হচ্ছে মেহেরপুরের বিভিন্ন পন্যের পরিবেশকের কাজে। বড় প্রতিষ্ঠানের পণ্য বহন করাই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেউই।
এ বিষয়ে মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী বলেন, শ্যালো ইঞ্জিন চালিত এইসব অবৈধ যানবাহন নিয়ন্ত্রন করতে হলে নিজেদের সচেতন হতে হবে। এই সব গাড়ি গুলো যেখানে তৈরি হয় আগে সেই কারখানা বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও অবৈধ যানের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে এবং বেশ কিছু গাড়ি আমরা ইতিমধ্যে আটক করেছি।

আলামিন হোসেন ও মর্তুজা ফারুক রুপক

মুজিবনগরে বসত ঘরে আগুন

মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামে মজিদ শেখের বসত ঘরে আগুন লেগে পুরো ঘর পুরে তছনছ হয়ে গেছে । এতে ঘরে থাকা সকল আসবাবপত্র সহ ঘরে থাকে একটি ছাগল পুরে ছাই হয়ে গেছে। যার কোন চিহৃই খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। বুধবার সন্ধায় আগে ছাগল ঘরে সাজাল দেওয়ার সময় এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে,একটি ছোট ঘরে মৃতঃ হোসেন শেখের ছেলে মল্লিক শেখ(৭০) ও তার স্ত্রী বসবাস করে।ঘরের সাথেই তাদের ছাগলের গোয়াল তৈরি করা আছে। বুধবার সন্ধার আগে প্রতিদিনের ন্যায় ঐ দিনও তিনি ছাগলের কাছে সাজাল দিতে যায়। সাজাল দেওয়ার সময় আগুনের ফুলকি উরে যেয়ে যে কোন ভাবে ঘরের পাশে রাখা পাটখড়িতে লেগে যায়। তার কয়েকমিনিটের মধ্যেই ঘরে লেগে গেলে ভয়াভয় অগ্নিকান্ড শুরু হয়ে যায়। যে আগুন নেভাতে প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা লেগে যায়।গ্রামের মানুষ সকলে একত্রিত হয়ে পানি ঢালতে ঢালতে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হয়। তবে ঘরের ভিতর থাকা কোন জিনিস ভালো অবস্থায় বের করতে পারে নি। এদিকে ঘরে আগুন লেগে সব পুরে ছাই হওয়ায় নিঃশ হয়ে গেছে মল্লিক শেখ।এত বড় বিপদ থেকে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সক্ষমতা তাদের নেই।

জানা গেছে, মজিদ শেখের ছেলেরা সকলেই আলাদা। মজিদ শেখ ও তার স্ত্রী মাঠ কুরিয়ে তাদের সংসার চালায়। মাঠে যেয়ে ধান, পেয়াজ কুড়িয়ে নিয়ে এসে সেগুলো বিক্রি করে চলে তাদের সংসার।তবে আগুন লেগে ঘরসহ সকল কিছু পরে যাওয়ায় আবার নতুন করে ঘর তৈরি করার সক্ষমতা তাদের নাই।

-মুজিবনগর অফিস

জিপিএস সিস্টেম কি কাজে ব্যবহার হয় ?

গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বাজিপিএস সিস্টেম বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয় এবং বিশেষত শিল্প খাতে ব্যবহার বেশি হয়। জিপিএস বনাঞ্চলের মানচিত্র তৈরি করতে, কৃষকদের জমিতে ফসল ফলাতে, নৌযান এবং বিমান চলাচল করতে সহায়তা করতে পারে।এছাড়া জিপিএস এর সাহায্যে কোন কিছু সনাক্ত করতে এর বহুল ব্যবহার হয়।গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম সাধারণত ৫টি প্রধান কাজে ব্যবহার হয়।

১। অবস্থান -কোন নির্দিষ্ট স্থান দেখতে পাওয়া যাবে
২। নেভিগেশন – এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থান যাওয়ার গতিবিধি দেখা যাবে।
৩। ট্র্যাকিং – ব্যক্তিগত গতিবিধি ফলো করা যায়।
৪। ম্যাপিং – মানচিত্রের মাধ্যেমে বিশ্বের যে কোন দেশের ম্যাপিং দেখা যাবে।
৫। সময় – বিশ্বের সুনির্দিষ্ট সময় আনয়ন.

এছাড়াও ভেহিকল ট্রেকার, ফিশফাইন্ডার, কম্পাস ইত্যাদি জিপিএস সিস্টেম এর আদর্শ ব্যাবহার। বর্তমানে খুব কম মূল্যে জিপিএস পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন অনলাইন শপ এর মাধ্যমে। আপনি চাইলে এখান থেকে জিপিএস এর মূল্য দেখে নিতে পারেন।

– প্রযুক্তি ডেস্ক

মেহেরপুরে বুয়েট ছাত্র আবরার’র হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যাকারিদের বিচারের দাবিতে মেহেরপুরে মানব

বন্ধন করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

বুধবার সকালে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে মেহেরপুর শিশু সংগঠন অংকুরের সভাপতি মো: নাছিম রানা বাঁধন, শিশু সংগঠন এনসিটিফ এর সভাপতি এস এম মেহেরাব হোসেন, কলেজ ছাত্র খন্দকার আসিফ, ওয়াহিদ, স্কুলের ছাত্র সাইমুন ইসলাম সৈকত, ইনান, সুমন, সৈকত,রিপন, সাজু, তানভীর, নিপু, জাঈম, কাওসার, রোহানসহ মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা সেখানে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত ফেষ্টুন নিয়ে মানববন্ধনে অংশ গ্রহন করে।

এ সময় তারা বলেন, বুয়েটের মতো স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জিবনের নিরাপত্তা পায় না সেখানে আমরা সাধারণ স্কুলের ছাত্রদের জীবনের নিরাপত্তা কোথায়? অবিলম্বে আবরার হত্যার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা। যাতে দেশে এ ধরনের হত্যাকান্ড আর সংগঠিত না হয়।

– নিজস্ব প্রতিনিধি